পরিচিতি নং : ঢাবি ৯৬, মথুরাপুর দেউল

অবস্থান :

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন গাজনা ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামে দেউলটি অবস্থিত। জেলা সদর থেকে মথুরাপুর দেউলের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। উপজেলা সদর থেকে ৩ কিমি উত্তরে মধুখালী বালিয়াকান্দি রাস্তার পূর্ব পাশে মথুরাপুর দেউল অবস্থিত ।

মথুরাপুর দেউল

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মথুরাপুর দেউল নির্মাণের সময়কাল এবং নির্মাতা সম্পর্কে মৌখিক তথ্য সমসাময়িক কালের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। তবে দীনেশ চন্দ্র সেন এর মতে ,এই বিশাল উঁচু মন্দির নির্মাণ করেন সংগ্রাম সিংহ। এই সংগ্রাম সিংহ মোগল রাজকীয় সেনা বাহিনীর একজন ক্ষত্রিয় সেনাপতি ছিলেন।

খুব সম্ভবত ১৯৩৬ সালে সত্রাজিত মারা যাওয়ার পর সংগ্রাম সিংহ মোগল সেনাপতি হিসেবে বাংলায় আসেন। ভূষনার রাজস্ব আদায় ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রাম সিংহ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। তিনি পূর্ব বাংলায় বৈদ্য সমাজের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তাঁর অনুসারীরা হাম বৈদ্য হিসেবে পরিচিত।

মন্দিরটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ফলকচিত্রের কাঠামো রামায়ন মহাভারতের কাহিনী এবং দৈনন্দিন চিত্র চিত্রায়িত করা হয়েছে। কোদলা মঠের ন্যায় মথুরাপুর মন্দিরও একটি মঠ এবং এর নির্মাণকাল ১৬ শতক বলে মনে করেন কে. এন দিক্ষিত।

পরিচিতি নং: ঢাবি ৯৫, মজলিশ আউলিয়া মসজিদ

অবস্থান:

ফরিদপুর জেলার ভাঙা উপজেলাস্থ আজিমনগর ইউনিয়নের পাতরাইল দিঘীর পাড়ে মজলিশ আউলিয়া মসজিদ অবস্থিত। কাওড়াকান্দি ভাঙ্গা মহাসড়কের পুলিয়া বাসস্ট্যান্ড হতে ৫ কিমি দক্ষিণে এই মসজিদের অবস্থান। উপজেলা সদর থেকে মসজিদের দূরত্ব ১১ কিমি এবং ফরিদপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ৪২ কিমি।

মজলিশ আউলিয়া মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মজলিশ আউলিয়া মসজিদ সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের মাঝে বেশ কিছু কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। মজলিশ আব্দুল্লাহ খান নামক বিখ্যাত সাধক সুদূর ইরানের বাগদাদ থেকে এখানে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন। তিনি এ মসজিদের প্রতিষ্ঠা। তাঁর নামানুসারে পাতরাইলের এ মসজিদ মজলিশ আউলিয়া মসজিদ নামে পরিচিতি হয়। অন্য আর একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে শাহ ইসমাঈল ও শাহ ইউসূফ নামে দুই ধার্মিক ভাই ছিল যারা বাগদাদে আব্দুল্লাহ খানের মুরীদ ছিল। তাঁরা এখানে পরিবার সহ এসে এই মসজিদ নির্মাণ করেন আবং দিঘি খনন করেন। মসজিদের প্রাক্তন মোতয়াল্লী দাবী করেন যে তারা সকলে বাগদাদ থেকে এসেছেন এবং তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল শাহ ইউসূফ। শাহ ইসমাঈল সন্তানহীন ছিলেন। অন্য মতে জানা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:) শাহ্-এর রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদের প্রাপ্ত লিপির ধরন দেখে জনাব আব্দুল কাদির এটিকে ১৬ শতকের বলে মনে করেন এবং ড: আহমদ এটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত বলে মনে করেন।